أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.৫৭।). www.motaher21.net

أَحْسَنَ الْقَصَص

সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী (২)

THE BEST STORY (2)

لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ

নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

৭ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম-এর উপাধি ছিল ‘ইসরাঈল’। তাই বারটি পরিবার সবাই ‘বনী-ইসরাঈল’ নামে খ্যাত হয়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনইয়ামীন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। [বাগভী; কুরতুবী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৪৫৫]

[২] এ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. এতে রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা। দুই. আশ্চর্যজনক কথাসমূহ। তিন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ। কারণ, তিনি এ ঘটনা জানতেন না, যদি তার কাছে ওহী না আসে তো তিনি তা কিভাবে জানালেন? চার. এর

অর্থ হচ্ছে, যারা প্রশ্ন করে জানতে চায় এবং যারা জানতে চায় না তাদের সবার জন্যই রয়েছে নিদর্শন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ কাহিনীর মধ্যে অনেক প্রকার শিক্ষা রয়েছে। যেমন, এতে রয়েছে ভাইদের হিংসা, তাদের হিংসার পরিণতি, ইউসুফের স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়ন, কুপ্রবৃত্তি থেকে, দাসত্ব অবস্থা, বন্দিত্ব অবস্থা ইত্যাদিতে ইউসুফের সবর, বাদশাহী প্রাপ্তি, ইয়া'কুবের পেরেশানী, তার ধৈর্য। শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত অবস্থায় উপনীত হওয়া ইত্যাদি সবই এখানে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। [বাগভী] তাই এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-৮

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚ

এ ঘটনা এভাবে শুরু হয়ঃ তাঁর ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করলো, "এ ইউসুফ ও তাঁর ভাই, এরা দু'জন আমাদের পিতার কাছে আমাদের সবার চাইতে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি পূর্ণ সংঘবদ্ধ দল। সত্যি বলতে কি আমাদের পিতা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।

তাফসীর :

এখানে (ضلال) বলে পথভ্রষ্টতা বুঝানো হয়নি। বরং কোন বিষয়ের আসল জ্ঞানের অভাব বুঝানো উদ্দেশ্য। কুরআনের অন্যত্রও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভ্রাতারা তার পিতাকে এ সূরার অন্যত্র বলেছিল, "আল্লাহর শপথ। আপনি তো পুরাতন জ্ঞানহীনতাতেই আছেন।" [৯৫] তাছাড়া অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ বলেছেন যে, "আর আপনাকে তিনি (আল্লাহ) পেয়েছেন (এ বিষয়ে) জ্ঞানহীন, তারপর তিনি আপনাকে পথ দেখিয়েছেন " [সূরা আদ-দোহা ৭] এখানে অর্থ হবে, যে সমস্ত জ্ঞান ওহী ব্যতীত পাওয়া যায় না সেগুলোতে আপনি জ্ঞানী ছিলেন না। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে এ কুরআন ওহী করার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি দিক-নির্দেশ করেছেন এবং আপনাকে তা জানিয়েছেন। সে হিসেবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে দ্বীনীভাবে ভ্রষ্ট বলছেন, কারণ এটা বললে কাফের হয়ে যাবে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো, তাদের পিতা তাদের ধারণা মতে বাস্তব অবস্থা বুঝতে অক্ষম, প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক স্থানে স্থান দেন নি। নতুবা কিভাবে তিনি দশজনকে ভাল না বেসে দু'জনকে ভালবাসলেন? দশজন তো দু'জনের চেয়ে বেশী উপকারী ও তার কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বেশী দক্ষ। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াত থেকে ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করলঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনইয়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। আমাদের পিতা আসলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। তার উচিত আমাদেরকে প্রাধান্য দেয়া। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূর দেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

এখানে হযরত ইউসুফের সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনের কথা বলা হয়েছে। এ ভাইটি তার থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিল। তার জন্মের সময় তার মায়ের ইন্তিকাল হয়। এ কারণে হযরত ইয়াকূব এ দু'টি মাতৃহীন সন্তানের প্রতি একটু বেশী নজর দিতেন। এছাড়াও এ স্নেহের আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁর সব ছেলের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফই এমন ছিলেন যার মধ্যে তিনি সৌভাগ্য ও সত্য সঠিক পথের সন্ধান লাভের লক্ষণ দেখেছিলেন। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনে তিনি যা কিছু বলেছিলেন ওপরে তার যে বর্ণনা এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি নিজের এ ছেলেটির অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন। অন্যদিকে সামনের দিকে যেসব ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে তা থেকে তাঁর বাকি দশ ছেলের চারিত্রিক মান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কোন সৎব্যক্তি এ ধরনের সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন একথা কেমন করে আশা করা যেতে পারে? কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় অবাক হতে হয়। সেখানে ইউসুফের প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসার এমন একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে উল্টো হযরত ইউসুফই দোষী সাব্যস্ত হন। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ তাঁর পিতার কাছে ভাইদের বিরুদ্ধে চোগলখোরী করতেন। এ কারণে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

এ বাক্যটির মর্ম উপলব্ধি করার জন্য বেদুইনদের গোত্রীয় জীবনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকে না। স্বাধীন উপজাতিরা পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করে। সেখানে কোন ব্যক্তির বিপুল সংখ্যক ছেলে, নাতি-পুতি, ভাই-ভাতিজা ইত্যাদির ওপর তার ক্ষমতা নির্ভর করে। তার ধন-প্রাণ, ইজ্জত-আবরু রক্ষার প্রয়োজনে তারা তাকে সাহায্য করে। এ ধরনের অবস্থায় মেয়েদের ও শিশুদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে জোয়ান ছেলেরাই মানুষের কাছে বেশী প্রিয় হয়। কারণ দুশমনের সাথে মোকাবিলায় তারা সাহায্য করতে পারে। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, বুড়ো বয়সে আমাদের বাপ দিশেহারা

হয়েছে। আমাদের মতো দলবদ্ধ এ যুবক ছেলেরা, যারা খারাপ সময়ে তাঁর কাজে লাগতে পারে, তাঁর কাছে ততটা প্রিয় নয় যতোটা এ ছোট ছেলে দু'টি যারা তাঁর কোন কাজে লাগতে পারে না বরং উল্টো তাদেরকেই হেফাজত করতে হবে।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-৯

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ

চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা তাকে কোথাও ফেলে দেই, যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি কেবল আমাদের দিকেই ফিরে আসে। এ কাজটি শেষ করে তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।"

তাফসীর :

এ আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বললঃ তাকে কোন অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক- যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কুপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তাওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের (وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ) বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে [কুরতুবী] অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা-মাতার কাছে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। কাউকে আর প্রাধান্য দেয়ার বিষয় থাকবে না। [কুরতুবী]

ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম-এর ভ্রাতারা যে নবী ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবীরা গোনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা এবং তাকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও অসৎ চক্রান্ত ইত্যাদি। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

যারা নিজেদেরকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার হাতে সোর্পদ করে দেবার সাথে সাথে ঈমানদারী ও সততার সাথেও কিছুটা সম্পর্ক রেখে চলে এ বাক্যটির মধ্যে তাদের মানসিকতার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ ধরনের লোকদের রীতি হচ্ছে, যখনই প্রবৃত্তি তাদের কাছে কোন খারাপ কাজ করার তাগিদ দেয় তখনই ঈমানের তাগিদ মুলতবি রেখে তারা প্রথমে প্রবৃত্তির তাগিদ পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এ সময় বিবেক ভেতর থেকে দংশন করতে থাকলে তাকে এ বলে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে যে, একটুখানি সময় করো, এ অনিবার্য গুনাহটি না করলে আমার কাজ আটকে থাকে, কাজেই এটা করে নিতে দাও, তারপর ইনশাআল্লাহ তাওবা করে আমি তেমনি সৎ হয়ে যাবো যেমনটি তুমি আমাকে দেখতে চাও।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فٰعِلِينَ

তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

১০ নং আয়াতের তাফসীর:

এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বললঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কুপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কুপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে। কারো কারো মতে এ অভিমত প্রকাশকারী সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিলঃ আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না। [তাবারী; কুরতুবী]

ٌ কূপকে ও غِيَابَةٌ কূপের গভীরতাকে বলা হয়। কূপ এমনিতেই গভীর হয় এবং তাতে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায় না। তা সত্বেও কূপের গভীরতার কথা উল্লেখ করে অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, পথচারী মুসাফির, যখন পানির খোঁজে কূপের নিকট আসবে, তখন হয়তো কেউ জানতে পারবে যে, কূপে কোন মানুষ পড়ে আছে এবং সে তাকে তুলে নিজের সাথে নিয়ে যাবে। ইউসুফ (আঃ)-এর এক ভাই এই বুদ্ধি দয়াবশতঃ পেশ করলেন। হত্যার পরিবর্তে উক্ত বুদ্ধিতে সত্যই সহানুভূতির আর্দ্রতা ছিল। ভাইদের মনে

হিংসার আগুন এমনভাবে জ্বলে উঠেছিল যে, উক্ত অভিমত তিনি ভয়ে ভয়ে পেশ করে বলেছিলেন যে, যদি তোমাদেরকে কিছু করতেই হয়, তবে এরূপ কর।

উক্ত আয়াতগুলোতে ইউসুফ (عليه السلام) কে হত্যা করার ব্যাপারে তার ভাইয়েরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ইউসুফ এবং তার ভ্রাতাদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।' তা হল এতে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও নবুওয়াতের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে। এত চক্রান্ত করেও তারা ইউসুফ (عليه السلام)-কে হত্যা করতে পারল না এবং হিংসা-বিদ্বেষ করেও নবুওয়াতের মর্যাদা ছিনিয়ে আনতে পারল না।

এটা স্বভাবগত রীতি যে, বিমাতা ভাইয়েরা সাধারণতঃ পরস্পরের বিদ্বেষী হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এ বিদ্বেষ যাতে মাথাচাড়া না দেয়, সে কারণে ইয়া'কূব (عليه السلام) একই শ্বশুরের পরপর তিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এরপরেও শ্বশুর ছিলেন আপন মামা। পরস্পরে রক্ত সম্পর্কীয়, ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় এবং নাবী পরিবারের সার্বক্ষণিক দীনী পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও হিংসার কবল থেকে দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা রক্ষা পায়নি। তাই বলা চলে, ইউসুফের প্রতি তার সৎভাইদের হিংসার প্রথম কারণ ছিল বৈমাত্রেয় বিদ্বেষ। দ্বিতীয় কারণ ছিল সদ্য মাতৃহীন শিশু হওয়ার কারণে তাদের দু' ভাইয়ের প্রতি পিতার স্বভাবগত স্নেহের আধিক্য। তৃতীয় কারণ ছিল ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য ও অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ কারণ ছিল ইউসুফের স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা অবগত হওয়া। মূলতঃ শেষোক্ত কারণেই তারা তাদের হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে এবং ইউসুফকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার শয়তানী চক্রান্ত করে। ইউসুফ (عليه السلام)-এর বৈমাত্রেয় দশ ভাই পরস্পর বলল আমাদের পিতা আমাদেরকে বাদ দিয়ে ইউসুফ (عليه السلام) ও তাঁর সহোদর ভাই বিনয়ামীনকে বেশি ভালবাসেন, আমাদের ওপর প্রাধান্য দেন, অথচ আমরা দশ ভাই, একটি শক্তিশালী দল, উচিত ছিল আমাদেরকে ভালবাসা এবং মর্যাদা দেয়া। সুতরাং আমরা মনে করছি আমাদের পিতা একটি প্রকাশ্য ভুলে আছেন। অতএব ইউসুফকে হত্যা করলে বা দূরবর্তী কোন এলাকায় ফেলে আসলে আমরা আমাদের পিতার প্রিয়পাত্র হতে পারব। ইউসুফকে হত্যা করে অথবা দূরে কোথাও ফেলে এসে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করে ভাল হয়ে যাব। তাই তারা পরামর্শ করল ইউসুফকে হত্যা করতে হবে। তখন তাদের মধ্যে এক ভাই পরামর্শ দিল যে, তাকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই, হত্যা না করে কোন এক গভীর কূপে তাকে নিক্ষেপ কর। ফলে যখন কোন মানুষ কূপ থেকে পানি নিতে আসবে তখন তারা হয়ত তাকে তুলে নিয়ে যাবে আর আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, সে আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, আর নিরপরাধ বালককে হত্যা করার পাপ থেকে আমরা বেঁচে যাব। অবশেষে তারা এ পরামর্শের ওপর স্থির হল। এ ভাই ইউসুফ (عليه السلام) এর প্রতি দয়ালু ছিল, তাই একটু সহানুভূতি দেখাল।

الْجُبِّ কূপ, غَيٰبَتِ অর্থ দ্বারা কূপের গভীরতাকে বুঝানো হয়েছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে কারো ক্ষতি সাধন করা ঠিক নয়।

২. এখন পাপ করি পরে তাওবাহ করে নেব, এরূপ কথা ও কাজ নিজেকে ধোঁকা দেয়ার শামিল। কারণ মানুষ জানেনা সে কখন মারা যাবে।

৩. অন্যের কল্যাণ দেখে হিংসা করা উচিত নয় বরং উচিত হল অন্যের মত নিজের জন্যও আল্লাহ তা'আলার কাছে কল্যাণ কামনা করা।

(১১.....১৭ নং আয়াতে ঘটনা ধারা অব্যাহত রয়েছে..)

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১৮

وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًاؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাপ বললো, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।"

তাফসীর :

বলা হয় যে, তাঁরা একটি ছাগল ছানা যবেহ করে ইউসুফের জামায় রক্ত লেপন করে নেন এবং এ কথা তাঁরা ভুলে যান যে, যদি ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলত, তবে অবশ্যই তাঁর জামাও ছিঁড়ে যেত। কিন্তু জামা অক্ষত অবস্থায় ছিল। যা দেখে এবং তার উপর ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন এবং নিজ নবুঅতের জ্ঞান দ্বারা অনুমান করে ইয়াকূব (আঃ) বললেন, ঘটনা ঐরূপ ঘটেনি, যেরূপ তোমরা বর্ণনা করছ; বরং তোমরা নিজের মন থেকে সাজিয়ে এ কথা বলছ। সুতরাং যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়াকূব (আঃ) ঘটনার আসল রহস্য জানতেন না, ফলে ধৈর্য ছাড়া কোন অবলম্বন এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় তাঁর ছিল না।

মদীনার মুনাফেকরা যখন আয়েশা (রাঃ) উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তখন নবী (সাঃ) তাঁর ব্যাপারে যা বুঝেছিলেন ও বলেছিলেন তার উত্তরে তিনিও বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আমার ও আপনাদের জন্য ইউসুফের আব্বার ঐ উদাহরণই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং "আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।" অর্থাৎ আমারও ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কুরআনের ইবারতে صَبْرٌ جَمِيلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ “ভালো সবর” হতে পারে। এর অর্থ হয় এমন সবর যার মধ্যে অভিযোগ, ফরিয়াদ, ভয়-ভীতি ও কান্নাকাটি নেই। একজন উচ্চ ও প্রশস্ত হৃদয়বত্তার অধিকারী মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তাকে ধীর স্থির চিত্তে বরদাশত করে যাওয়াই এ সবরের প্রকৃতি।

বাইবেল ও তালমূদ এখানে হযরত ইয়াকূবের প্রতিক্রিয়ার এমন ছবি এঁকেছে যা যে কোন সাধারণ বাপের প্রতিক্রিয়া থেকে কোন অংশেই ভিন্নতর নয়। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, “তখন ইয়াকূব নিজের জামা ফেড়ে ফেলেন, নিজের কোমরের সাথে চট জড়িয়ে নেন এবং বহুদিন পর্যন্ত ছেলের জন্য মাতম করতে থাকেন।” তালমূদে বলা হয়েছে, “ইয়াকূব ছেলের জামা চিনতে পেরেই উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর উঠে বিকট জোরে চিৎকার দিয়ে বলেন, হ্যাঁ এ আমার ছেলের জামা। এরপর তিনি বছরের পর বছর ধরে ইউসুফের জন্য মাতম করতে থাকেন।”এ বর্ণনায় হযরত ইয়াকূবকে ঠিক তেমনটি করতে দেখা যাচ্ছে যেমনটি এ অবস্থায় প্রত্যেক বাপ করে থাকে। কিন্তু কুরআন এর যে বর্ণনা দিয়েছে তা আমাদের সামনে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছবি তুলে ধরেছে। এ ব্যক্তি আপাদমস্তক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতর প্রতিমূর্তি। এতবড় শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক খবর শুনেও তিনি নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন না। প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পরিস্থিতির সঠিক চেহারা অনুমান করতে পারছেন। তিনি বুঝতে পারেন এটা একটা বানোয়াট কথা। তাঁর হিংসুটে ছেলেরা ঘটনাটা সাজিয়ে তাঁর সামনে পেশ করেছে। তারপর বিশাল হৃদয় ব্যক্তিদের মতো তিনি সবর করেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করেন।

অত্র আয়াতগুলোতে ইউসুফ (عليه السلام)-এর এগার ভাই তাঁর ক্ষতিসাধন করার জন্য যে মিথ্যা কাহিনী তাঁর পিতার নিকট বানিয়ে বলেছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউসুফ (عليه السلام) এর দশ বৈমাত্রেয় ভাই তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইউসুফ (عليه السلام)-কে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিল। তারা একদিন পিতা ইয়া'কূব (عليه السلام) এর কাছে এসে ইউসুফকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আনন্দ ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব পেশ করল। তারা পিতাকে বলল, আগামীকাল আপনি ইউসুফকে আমাদের সাথে মাঠে যেতে দিন। সেখানে সবার সাথে সে ফল-মূল খাবে, খেলা-ধূলা করবে এবং আনন্দ-উল্লাস করবে। আমরা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করব। তাদের কথার উত্তরে ইয়া'কূব (عليه السلام) বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আমি দুশ্চিন্তায় থাকব আর আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাঁকে রেখে খেলা-ধূলা করতে যাবে তখন নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। তারা বলল, আমাদের সাথে ইউসুফকে পাঠাতে আপনি নিরাপদ মনে করছেন না কেন? ইউসুফের ব্যাপারে আপনি কি আমাদের প্রতি অবিশ্বাস করছেন? অথচ আমরা তাঁর ভাই; আমরা তাঁর কল্যাণকামী। আমরা এতগুলো ভাই থাকতে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে তাহলে তো আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। উল্লেখ্য যে, কেন'আন অঞ্চলে সে সময়ে বাঘের আক্রমণের ভয় বেশি ছিল। তাছাড়াও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়া'কূব (عليه السلام) পূর্বরাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি পাহাড়ের ওপরে আছেন আর নীচে ইউসুফ (عليه السلام) খেলা করছে। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে একটি বাঘ এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়া'কূব (عليه السلام) তার দশ পুত্রকেই বাঘ গণ্য করেছিলেন (কুরতুবী)। তখন তারা ছলে বলে কৌশলে পিতাকে এসব কথা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল এবং ছেলেদের পীড়াপীড়িতে এক পর্যায় তিনি রাযী হলেন। কিন্তু তাদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যাতে তারা ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না দেয় এবং সর্বদা তার প্রতি খেয়াল রাখে। অতঃপর যখন ইউসুফ (عليه السلام) কে তাদের সাথে নিয়ে যেতে সক্ষম হল তখন তারা তাদের সিদ্ধান্ত অনুপাতে ইউসুফ (عليه السلام) কে কূপে নিক্ষেপ করল। আর এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (عليه السلام) এর প্রতি ওয়াহী করলেন যে, তুমি ঘাবড়ে যেও না; আমি তোমাকে সংরক্ষণ তো করবই বরং তোমাকে এমন মর্যাদার অধিকারী বানাব যে, তোমার ভাইয়েরা তোমার নিকট সাহায্যের জন্য আসবে। তখন তুমি তাদেরকে এই কর্মের কথা বলে দেবে আর তারা তোমাকে চিনতে পারবে না। যেমন অত্র সূরার ৮৯ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে এবং ৫৮ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন দুর্ভিক্ষের সময় তারা মিসরে যায় ইউসুফ (عليه السلام) তাদেরকে চিনতে পারেন কিন্তু তারা ইউসুফ (عليه السلام) কে চিনতে পারেনি।

(وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ) 'আমি তাকে ওয়াহী করলাম' যদিও ইউসুফ (عليه السلام) তখন ছোট কিন্তু যাকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত দেবেন তাদের অনেককে শৈশবেও ওয়াহী প্রেরণ করেন। তবে এ ওয়াহী নবুওয়াতী ওয়াহী ছিল না। কেননা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা কাউকে নাবী করেন না। এ ওয়াহী ছিল সেরূপ, যেরূপ ওয়াহী বা ইলহাম এসেছিল শিশু মূসার মায়ের কাছে এবং ইয়াহইয়া (عليه السلام)-এর কাছে। ইমাম কুরতুবী বলেন: কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই অথবা পরে ইউসুফকে সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদস্বরূপ এ ওয়াহী নাযিল হয়েছিল।

পিতার নিকটে ভাইদের কৈফিয়ত:

ইউসুফ (عليه السلام)-কে অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে একটা ছাগলছানা জবেহ করে তার রক্ত ইউসুফ (عليه السلام) এর পরিত্যক্ত জামায় মেখে তারা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হয়ে কৈফিয়ত পেশ করে বলল: হে আমাদের পিতা! আমরা যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিলাম এমতাবস্থায় ইউসুফ আমাদের মালপত্রের নিকট ছিল আর তখন নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে। আমরা জানি আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী। প্রমাণস্বরূপ ইউসুফ (عليه السلام) এর রক্তমাখা জামা পেশ করল। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারেনি যে, বাঘে খেয়ে ফেললে কি জামা অক্ষত থাকে? তাই যখন রক্তমাখা অক্ষত জামা পিতার কাছে নিয়ে আসল তখন ইয়া'কূব (عليه السلام) বুঝতে পারলেন এটা তাদের সাজানো ঘটনা। প্রকৃত ঘটনা এটা নয়। সুতরাং এখন ধৈর্য ধারণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন। তখন ইয়া'কূব (عليه السلام) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করলেন। মদীনার মুনাফিকরা আয়িশাহ কে যখন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে আয়িশাহ কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন: আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি আমার ও আপনাদের জন্য ইউসুফের বাবার ঐ উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আমার সাহায্যস্থল। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৫০)

عُصْبَةٌ অর্থাৎ শক্তিশালী দল, سَوَّلَتْ চাকচিক্য করে দেয়া, আকর্ষণীয় করে দেয়া।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. বিপদে বিচলিত না হয়ে বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাইতে হবে।

২. মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, মিথ্যার পরিণতি ভয়াবহ।

৩. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সহযোগিতা করেন।

৪. দৌড়, তীর নিক্ষেপ ও কুস্তী ইসলামে বৈধ খেলা তবে যেন সীমালংঘন না হয়।

৫. কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দিকে সোপর্দ করে দেয়া উচিত।